17—19. Bangabasi College Magazine, from June to August 1917. Nos. 9—12, and 14—20 have been lent by the College Library to the Association Library.

HARISADHAN GANGOPADHYA,
Hony. Secy.

বাঙ্গালার বাল্য-সাহিত্য।*

(তুলনামূলক সাহিত্য-শাস্ত্রের এক অধ্যায়)

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ কর্ত্তৃক লিখিত)

মনীষী Lessingএর মত যে, প্রবন্ধের নামের সহিত বক্তব্যের বিশেষ সম্পর্ক না থাকিলেও চলে ; সেই কথা মনে রাখিয়া বাঙ্গলাকে কেবল দৃষ্টান্তস্থল করিয়া বাল্য-সাহিত্য সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বাস্তবিক বাল্য-সাহিত্য বলিয়া কোন জিনিষ আছে কিনা প্রথমে তাহারই বিবেচনা করা যাক্ ; প্রাণিবর্গেই কেবল বাল্যাবস্থা দৃষ্ট হয়, তবে সাহিত্যে তাহার আরোপ কিরূপে হইতে পারে ? সাহিত্য-শাস্ত্রের প্রথম কথা এই যে, প্রকৃত সাহিত্য-মাত্রেই প্রাণ আছে, যাহাতে প্রাণ নাই, যাহা অসাড় বাক্যসমষ্টিমাত্র তাহা কখনই সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না। তাহা হইলে সাহিত্য কি জীবজগতের মধ্যে একটী হইয়া উঠিল ? না উহা প্রাণিবিশেষের, সমাজবিশেষের, জাতিবিশেষের প্রাণের নিদর্শন বলিয়া উহাই প্রাণবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া ভ্রম হয় ? বাস্তবিকই আকাশমার্গে প্রেরিত শব্দাবলীর মত এই মনোবৃত্তিজাত মূর্ত্ত ভাবাবলীর ভিন্ন সত্তা কি চিরকালের জন্য থাকিয়া যায় ? অত বড় কথা আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই ও ক্ষমতা নাই। বাক্ জিনিষটা প্রকৃত কি তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা না করিয়াই, কেবল বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডে কতকগুলি বাক্যের খোসা লইয়া যেমন একটী প্রকাণ্ড "তুলনামূলক ভাষাশাস্ত্র" গড়া হইয়াছে, তেমনি সাহিত্যের গোড়ার কথা অনুসন্ধান না করিয়া কেবল তুলনার ফলে যে একটা বড় "সাহিত্য-শাস্ত্র" খাড়া করা যায় তাহার কোনও ভুল নাই। আর

---

* সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত প্রবন্ধ হইতে।

তাহাতে যে কিছু উপকারও হইতে পারে, ইহাও আশা করা যায়। Aristotleএর আমল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে 'মানব সঙ্ঘপ্রিয় বা সমাজপ্রিয় জীব' আর আজকালকার সাহিত্যিকদিগের প্রধান বুলি যে সামাজিক বা জাতীয় জীবনের একটী প্রধান নিদর্শন সাহিত্য বা স্থাপত্য বা কলাবিদ্যা। সুতরাং সাহিত্য-শাস্ত্র, যদি অন্ততঃ সাহিত্য-মধ্যে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য বা অন্য কোন নামে, ভিন্ন ভিন্ন স্তর নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তবে কি জাতীয় উন্নতির বা জাতীয় আত্মদর্শনের অনেকটা সুবিধা হয় না—প্রকৃতপক্ষে কি জাতীয় স্বাস্থ্যের একটা স্থূল রকমের তাপমান যন্ত্র (Thermometer) পাওয়া যায় না ?

এখন কথা হইতে পারে যে, সব সাহিত্যই চিরনূতন, যাহা সুন্দর তাহা চির সুন্দর, চিরানন্দময়—A thing of beauty is a joy for ever, যাহা সত্য তাহাই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে মাত্র।

জাতীয় সাহিত্যাবলী এক বিরাট্ বিশ্বসাহিত্যের রূপান্তর মাত্র। যে ভাবাবলী ছিল, তাহাই ভিন্ন মূর্ত্তিতে মাত্র আসিয়াছে, আবার পরে আর একরূপে আসিবে (What was, is and shall be)। কাল্ডিয়ায় যে দীপ প্রজ্বলিত, তাহারই এক শিখায় মিশরের আলোক, তাহা হইতে হয়ত ভারতের উদ্ভব, আবার তাহা হইতেই গ্রীসের জ্ঞান রোমের প্রসারের ভিতর দিয়া আধুনিক ইউরোপের সভ্যতার সম্পদ্ হইয়াছে।* তবে সাহিত্যের আরম্ভ কোথায় ? আর যখন তাহা নাই, তখন উহার বাল্য বা জরা নাই, আছে কেবল এক চিরতরুণত্ব। সে হিসাবে ধরিলে সাগরতলস্থিত লেমুরিয়া বা আটলান্টিশ মহাদেশের পূর্ণ ইতিহাস না পাওয়া গেলে, সভ্যতার ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু কার্য্যকালে, প্রায় জাতিমাত্রেরই প্রথম জাগরণ, ক্রমোন্নতি, চরম পরিণতি, পরে পতন এমন কি লয় পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহিত্যেরও বৃদ্ধি ও মৃত্যু দৃষ্ট হইবে। জগতে বিরল হইলেও কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কোনও কোনও দেববাঞ্ছিত দেশে জাতীয় সভ্যতা নূতন জাতির নববলের তেজে ভস্মীভূত ও বিলীনপ্রায় হইয়া Phoenix পক্ষীর ন্যায় আবার নবজীবন লাভ করে। আর আমাদের কি ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় যে, যখন সিসম্ব্রিসের দিগ্বিজয় হয় নাই, কযুঞ্জিক পুস্তকাগারের আরম্ভও হয় নাই, হোমর ও প্লেটোর আবির্ভাব স্বপ্নেরও অতীত ছিল,

তখন যে 'বনভুবনে প্রথম সামগান' হইয়াছিল আজিও সেই 'কুসুমকাননে বহিয়াছে বিমল সমীর?' কিন্তু ইহাতে আমাদের প্রস্তাবের কোনও হানি হইবে না, সাহিত্য-হিসাবে স্থূলতঃ Briton, Anglo-Saxon বা Anglo-Normanএর ন্যায় বৈদিক ভাষা, মাগধী বা বাঙ্গলার খুব নিকট সম্পর্ক থাকিলেও পুরুষগত পার্থক্য আছে।

এখন দেখা গেল যে সভ্যতার বা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে একটী জাতি হইতে আরম্ভ করিলে সুবিধা হয়। এবার সভ্যতার প্রারম্ভ অন্বেষণ করিতে গিয়া যে নৃতত্ত্ববিদ্যার (Anthropology) সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলে "বাল্য-সাহিত্য" শব্দটীর সার্থকতা বুঝা যাইবে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আদিম সভ্যতাহীন মানবের মনোবৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া একটী আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পান। Lord Avebury প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মানবের Dolmen গুলি বালকের তাসের খেলাঘরের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, মানব আদিম অবস্থায় অনেকটা বালকের ন্যায় থাকে; এই মতই ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইয়া আসিতেছে। আর জাতীয় সাহিত্যের প্রথম স্তরে অনেক বাল্যসুলভ লক্ষণ দৃষ্ট হয় বলিয়া সেই জাতির সাহিত্যকে আমরা বাল্য-সাহিত্য বলিতে ইচ্ছা করি।

এবার বাল্য-সাহিত্যের প্রথম কথা—উহা গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইল কেন? মানব তো প্রথমে পদ্যে কথা কয় না, তবে তাহারই ভাব কেন প্রথমে পদ্যে বিকাশ পায়?—এই সমস্যা বহুদিন পূর্ব্বে একজন ফরাসী সাহিত্যিক আমাদের নিকট হাজির করেন। মেকলের মামুলী জবাব যে, সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় এবং সেইজন্যই প্রথম যুগে এত শ্রেষ্ঠ কবিতার আবির্ভাব,—ইহা বলিতে বিশেষ জোরের প্রয়োজন। যে জাতি এত উন্নত, যে আপনাকে সাহিত্যে বিকাশ করিতে সমর্থ, সে জাতি যে Pope, Chatterton প্রভৃতি বালকবির ন্যায় স্বভাবতই পদ্যে কথা কহিবে (lisped in numbers, for the numbers came) তাহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু প্রায় সভ্য জাতিরই সাহিত্য আছে, আর সাহিত্য-মাত্রের মধ্যে যে এইরূপ এক অসাধারণ প্রতিভা আছে তাহা ধরিয়া লইতেও দ্বিধা হয়। হয়তো এমন হইতে পারে যে, আদিম অবস্থার পদ্যগুলি শ্রুতিমধুর বলিয়া কেবল সেইগুলিই

বর্ত্তমানকাল অবধি আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, আর শ্রুতিকঠোর গদ্যগুলি শীঘ্রই বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে যে, ঐ আদিম যুগে শ্রুতিমধুর পদ্যের বাহুল্য কেন? আমাদিগের দিক্ হইতে জিনিষটা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, যদি সাহিত্যকে বাস্তবিক প্রাণবিশিষ্ট ধরা হয়, প্রকৃতই যদি উহার শরীরপ্রসার (organic development) থাকে, তাহা হইলেও প্রথমে উহার বালকের সহিত সৌসাদৃশ্য অত্যধিক। এখন জাতীয় জীবনের প্রারম্ভকে একটা সদ্যোজাত শিশু বলিয়া আমাদের প্রস্তাবানুসারে ধরা যাইতে পারে। প্রথমেই উহার অর্দ্ধমূক অবস্থায় কতকগুলি অস্পষ্ট শব্দমাত্র পাওয়া যায়, তারপর বিশ্লিষ্ট বাক্যাবলীর ধীরে বিকাশ হয়। শব্দবিদ্যা (Glottology), উচ্চারণ-বিদ্যা (Phonetics) প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ বুঝা যায় যে, সামান্য দুই একটী মনোবৃত্তিজ্ঞাপক অস্ফুট শব্দ হইতে সকল প্রকার মনের ভাব-প্রকাশোপযোগী শব্দাবলীর উদ্ভবের ইতিহাস সুদীর্ঘ। ঐ সকল ভাষাশাস্ত্রের পর্য্যালোচ্য হইয়াছে। আগে ভাষা, তারপর সাহিত্য, আর ভাষাশাস্ত্র ও সাহিত্য-শাস্ত্র "বাগর্থাবিব" সম্পৃক্ত।

তাই দেখা যায় যে, খনন বহন প্রভৃতি পরিশ্রমাদি সাহায্যে প্রস্তরাদি প্রস্তুতের কথা যেমন ভাষার ইতিহাসের কথা, তেমনি তদ্দ্বারা নির্ম্মিত মন্দিরের পর্য্যবেক্ষণ সৌন্দর্য্যদর্শন বা কুৎসাকীর্ত্তনই সাহিত্য-সমালোচকদিগের এবং তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের জ্ঞান বা অজ্ঞানের সমষ্টি একীকরণ সাহিত্যশাস্ত্রের কার্য্য। কাজেই বালকের ন্যায় বিশ্লিষ্ট শব্দ ত্যাগ করিয়া নিজস্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়া জাতি যখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে থাকে, কেবল তখন হইতেই সাহিত্যশাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ও তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন যে বালক যেরূপ সুকুমার বয়সে কেবলমাত্র আগডুম বাগডুম ছড়াই অনর্গল বকিয়া যায়, জাতিরও প্রথম অভিব্যক্তি ও প্রথম বাক্‌স্ফুরণ সেইরূপ কেবল পদ্যময় ছড়ার ধারারূপে বিকাশ পায়। কি আধুনিক, কি পুরাতন, সকল জাতিরই প্রাথমিক সাহিত্য অনুসন্ধান করিলেই ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইবে। আধুনিক সাহিত্যাবলী হইতে ইংরাজী Cynewulfএর Charades, তামিল কবি তিরুবাল্লুবারের "কুরাল" বা আমাদিগের সরোজবজ্রের বা কাহ্ন-পাদের দোঁহাকোষ ও ডাকের বচন উদাহরণ দিলেই এখন আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট।

বালকত্বের কতকগুলি চিহ্ন যে আদিম সাহিত্যগুলিতে স্পষ্টই বর্ত্তমান এখন আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। অন্যকথা-প্রসঙ্গে Ruskin তাঁহার Crown of Wild Oliveএর একস্থানে শিশুহৃদয়ের উপাদানগুলি বেশ সুন্দরভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, বালক-স্বভাব সরল, আনন্দময় ও অন্ধবিশ্বাসপূর্ণ, আবার ইহার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস যেন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বালক যেন নূতন কিছু পড়িতে চায় না, যাহা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে তাহাই তাহার কাছে নূতন, তাহাই তাহার কাছে সত্য, তাহারই আনন্দে সে মত্ত।

সরল ভক্তি ও আনন্দে সংমিশ্রণ কেবল তাহারই স্বভাবে দৃষ্ট হয়। সেই জন্যই যে বাঙ্গলার বৌদ্ধগান ও দোঁহায়, ধর্ম্মের কথা, নব মার্গের কথা, পূজার কথা, সামাজিকতার কথা সব ছাপাইয়া আনন্দের জয়ঢাকের শব্দ শ্রুতি-গোচর হয়, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ে এক "জয় জয়" দুন্দুভিশব্দ উথলে বা 'অনহ ডমরু বাজে বীরনাদে' ইহা যে কেবল "সহজানন্দ মহাসুখ লীলা" বুঝাইতে গিয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহা নহে। আমাদের যে ভাব এত হর্ষোৎপাদক, উহার আদিরসের অশ্লীলতার মূলে সেই এক বালকত্ব বা অপ্রবীণত্ব। আর এক কথা অশ্লীলতা বলিয়া যে কিছু আছে তাহা জানিবার কপটতা যেন উহাতে নাই, যাহা মনে আসে তাহা বলিবার দ্বিধা বা সঙ্কোচ কিছু মাত্র নাই। আবার উহার উপমাগুলি বেশ একটা স্বাভাবিকতা ও সরলতাপূর্ণ; "রুক্ষের তিন্তিল কুম্ভীরে খায়" পড়িলেই যেন একটা বালকের উক্তি আপনি মনে উদিত হয়।

তারপর আর এক কথা।—বাল্য-সাহিত্যের মধ্যে ধর্ম্মের এত প্রসার কেন? ধর্ম্মের মালা ত বৃদ্ধের হাতেই দৃষ্ট হয়, তবে আদি-সাহিত্যে উহা থাকিলে উহার বালকত্ব রহিল কোথায়? অবশ্য আমরা বলিতে পারি বালকই প্রকৃত ধার্ম্মিক, সিদ্ধপুরুষ বালকস্বভাবই পাইয়া থাকেন, বালকদিগেরই স্বর্গরাজ্য (Except ye become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven); কিন্তু শুধু তাহাই নহে, Ruskin বুঝাইয়াছেন যে ধর্ম্মই কলা-বিদ্যার উদ্ভবের প্রধান কারণ; এবং সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক্ উহা বলা যাইতে পারে। Ruskinএর মতে স্থপতিবিদ্যার ৭টী প্রাণরশ্মি আছে; যথা উৎসর্গ, সত্য,

শৌর্য্য, সৌন্দর্য্য, প্রাণ, স্মৃতি ও বশ্যতা বা বাধ্যতা; আর শেষটী যেমন নম্রতাপূর্ণ, তেমনি জাতীয় স্থিতি, ভক্তির ভিত্তি ও সৃষ্টির স্থায়িত্বের একমাত্র কারণ বলিয়া উহাকে শেষ ও শীর্ষ স্থান দেওয়া হয়। সুতরাং Obedience বা ভক্তিরসই সাহিত্যের মূলে বর্ত্তমান তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার এই Obedience বা Faithfulness বাল্যস্বভাবের একটী অংশ দেখিতে পাইয়াছি। আর এই ভক্তি প্রথমে গুরুভক্তি বা দেবভক্তি-রূপে দেখা দেয়। সেইজন্য আর একস্থানে স্থপতিবিদ্যার শ্রেণী-নিরূপণকালে Ruskin উহাকে ভক্তিদ্যোতক, স্মৃতিদ্যোতক, সামাজিক, সামরিক বা গার্হস্থ্য এইরূপে বিভাগ করিয়া ভক্তির নিদর্শনগুলিকে অগ্রে স্থান দিয়াছেন। সুতরাং যেদিক্ হইতেই দেখা যায়, ভক্তিই জাতীয় বা সাহিত্যিক চৈতন্য প্রথম আনাইয়া দেয়। সাহিত্যের বা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন, ধর্ম্মকলহের প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করাইয়া ভাবের উদ্দীপনা ও সাহিত্যের বিকাশ করায়। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময় ভক্তির উপর, ধর্ম্মের উপর, এমন কি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মতের উপর ভর দিয়া সাহিত্যের উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যগুলি খাড়া হইয়াছে। তাই Roman Catholicism বা Puritanismএ পরিপূর্ণ Divine Comedy বা Paradise Lost জগতের সাহিত্যের গৌরবস্থল। আর প্রথম যুগে ধর্ম্মভাবপ্রবণ চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়, Cædmanএর কবিতা বা জার্ম্মানির Heliandই বেশী পাওয়া যায়, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

বালকেরা যেমন একটু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাদের চরিত্রগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বাল্য-সাহিত্যের দ্বিতীয় স্তরে আসিলে জাতিগত পার্থক্যের বেশ নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও আমাদের ধর্ম্মমঙ্গল, মঙ্গলচণ্ডীর কথা, মনসার ভাসানের প্রাচীনতম সংস্করণ পাওয়া যায় নাই বটে, তবু যে উহাদের মধ্যস্থিত গল্পগুলি আগে বিভিন্ন কথাসাহিত্যরূপে (Ballads) বর্ত্তমান ছিল ও পরে সেগুলিকে ধর্ম্মের কাহিনীর সহিত সংযুক্ত করা হয় তাহা বেশ বুঝা যায়। উহাতে প্রথমেই একটী জিনিষ দেখা যায় যে, রমণীচরিত্রগুলি বেশ পরিস্ফুট, বেহুলা, ফুল্লরা, খুল্লনা প্রভৃতির কাছে অন্য সবগুলি যেন মলিন হইয়া যায়। ইহা সমাজের প্রথম অবস্থা মাতৃনেতৃত্ব-প্রাধান্যের চিহ্ন বা অনার্য্য দ্রাবিড় সভ্যতার নিদর্শন তাহা নৃতত্ত্ব বিচার করুক। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় ভাষাবলীর সর্ব্ব-

প্রাচীন; খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উদ্ভূত শিল্পনদিকরম্ বা মণিমেখলাই নামক সুন্দর কবিতাদ্বয়ে ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই স্ত্রীনেতৃত্ব দেখিতে পাই। প্রথমটীতে কন্নহি দেবীর অদম্য পতিব্রতাত্ব, তাঁহার পরানুরক্ত স্বামী গোপালের সহিত দূরদেশান্তরে পদব্রজে গমন, তাঁহার স্বামীর অন্যায় দণ্ডের জন্য পোর্সিয়ার ন্যায় রাজসভায় গিয়া নিজের বক্তব্য বীরদর্পে জ্ঞাপন ও পরে পতিব্রতাত্বের বলে পুনরায় পরলোকগত স্বামীর জীবনলাভ ও তাঁহার সহিত মিলনের মধুর গল্প পাই। দ্বিতীয়টীতে গোপালের অনুরাগপাত্রী বারবনিতা মাধবীর খেদ, ও তাঁহার কন্যা মণিমেখলার সংসারত্যাগ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হওয়া ও রাজপুত্রের বিবাহ-প্রস্তাব-পরিত্যাগ ও পরে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার সকলই এক রমণীরত্নের অদ্ভুত কার্য্যকলাপের পরিচয় পাই।

ভারতবর্ষের দুইটী প্রধান আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভে এই স্ত্রীপ্রধানত্বের নিদর্শন পাইলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভগুলি অতিশয় বীর্য্য-শৌর্য্য-পুরুষত্ব-পরিপূর্ণ। রুষ সাহিত্যের প্রারম্ভেই দেখি যে, উহা যুবরাজ আইগরের যুদ্ধাভিযানের বার্ত্তা, তাঁহার বন্দী হওয়া, তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা প্রভৃতি সামরিক ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত। অবশ্য উহার মধ্যে তাঁহার পত্নীর বিলাপে—যেখানে তিনি পক্ষিণীর ন্যায় পক্ষপুট বিস্তার করিয়া স্বামীর আহত স্থানগুলি পরিচর্য্যা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন বা যেখানে তিনি সমীরণকে ধীরে বহিয়া কেবল পোতবন্দরেই চালন করিতে বলিয়া তাঁহার স্বামীর বক্ষে শত্রুমণ্ডলীর বাণ বহিয়া লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন, সেখানে—একটী মধুর করুণরসের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু মোটের উপর কবিতাটী যে বীররসাত্মক বা পুরুষপ্রধান তাহার ভুল নাই। সেইরূপ ফরাসী সাহিত্যের বিশ্ববিশ্রুত Chansons de Roland এ সেই সম্রাট্ Charlemagneএর বীররত্নের সভা, সেই সারাসেনদিগের সহিত যুদ্ধ, এমন কি সেই রোলাণ্ড ও অলিভারের মর্ম্মস্পর্শী বিদায়ের মাঝে এমন একটা অদম্য বীরত্বের কঠোর ন্যায়পরায়ণতা মনোমুগ্ধকর কর্ত্তব্যনিষ্ঠতার কথা পাওয়া যায়, যাহা সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যাবলীর মধ্যে রাজপুতগণের চারণ-সঙ্গীত ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। আর জার্ম্মাণদিগের Nibelungen Lied এর তো কথাই নাই।

সেই Siegfried, Gunther Brunhild, Hagen কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেরই এক ভীষণ শোণিতপিপাসা প্রতিহিংসাবৃত্তি, যাহার বলে প্রায় এক রক্তনদীর প্রবাহ কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হইয়াছে, তাহার বীরত্ব বা বর্ব্বরত্ব সৌভাগ্যক্রমে এখনও কোনও ভারতীয় সাহিত্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। উহা অপেক্ষা একসুর নিম্নে বাঁধা ইংলণ্ডের আদিম কবিতার সম্পদ Beowulfএ ঐ রাজার বীরত্ব, প্রজার জন্য Grendel ড্রাগনের সহিত যুদ্ধ, যুদ্ধে জয়লাভ, স্বাভাবিক ধর্ম্মশ্রিয়তা হেতু ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য পুনরায় যুদ্ধযাত্রা ও প্রাণবিয়োগ ও মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রজাবর্গের জন্য সকল অর্থরাশি রাখিয়া যাইবার কথা পড়িয়া গার্হস্থ্যজীবনের কলুষত্ববর্জ্জিত রামের অনুরূপ চরিত্র পাইয়া মুগ্ধ হই।

উক্ত কবিতাগুলি যে একেবারে ভিন্নরাজ্যের জিনিষ, উহাতে ও আমাদের কাব্যের ভাবে যে আকাশপাতাল-প্রভেদ, তাহা Beowulf ও বেহুলা সম্বন্ধীয় কাব্যের দুইটি বর্ণনা দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে। Beowulf কাব্যের প্রথমেই আমরা পাই যে, কিরূপে বিউল্‌ফের পূর্ব্বপুরুষ সিল্ডিংদের প্রথানুসারে রাজা Hrothgarএর মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ এক ভেলার উপর আনিয়া অনেক দ্রব্য সহকারে অগ্নিসংযোগ করাইয়া কোন অচেনা অজানা দেশের উদ্দেশে সমুদ্রের উপর ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেহুলার সকলের নিকট বিদায় লইবার সময় ও পরে কলার ভেলায় ভাসিবার সময়কার করুণ ছবি ইহার পার্শ্বে করুণতর হইয়া যায় না? ইহা হইতে কি বুঝিতে পারি না যে, বাঙ্গলার প্রধান বর্ণনায় বিষয় বীরত্ব নহে, উহার জাতীয় সম্পদ্ সতীত্ব, পুরাকালে উহার হৃদয়মধ্যে করুণরস বা আদিরসেরই স্থান ছিল; বীররসের প্রভাব খুবই কম ছিল; তাহাদের সমুদ্রযাত্রা, বিদেশযাত্রা, যুদ্ধের জন্য জয়াশার জন্য নহে, কেবল বাণিজ্য ও ধনবৃদ্ধির জন্য? আর শেষ কথা কি ইহা বলা যায় না যে The child is father of the Man তাই Nibelung দের রক্তপিপাসা-প্রশমনের জন্য Igorএর উত্তেজনা, Rolandএর আহ্বান-শ্রবণ ও Beowulfএর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এত আয়োজন আজও যেমন আধুনিক ইউরোপীয় জাতির সাহিত্যে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তেমনি বাঙ্গলার এখনও ঘরে বাহিরে "আমার কুটীর রাণী, আমার হৃদয়-রাণীর" জন্য উচ্ছ্বাসটাই যেন কিছু বেশী।